আল-নাবা
সংখ্যা ৫৫৪
কেন্দ্রীয় মিডিয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

পূর্ব কঙ্গোতে ধারাবাহিক সিরিজ হামলায় ৬জন হারবি খ্রিস্টান নিহত, কয়েক ডজন বন্দী এবং শত শত বাস্তুচ্যুত



উলায়াত মধ্য আফ্রিকায় দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ হারবি খ্রিস্টান এবং তাদের ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রেখেছেন, যেই বাহিনী তাদের নাগরিকদের রক্ষা করতে অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে।

এই সপ্তাহে মুজাহিদগণের কয়েকটি হামলায় অন্তত ৬ জন হারবি খ্রিস্টান নিহত ও কয়েক ডজন বন্দী হয়েছে। এছাড়া কঙ্গোর সেনাবাহিনী তাদের ব্যারাক থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর শত শত মানুষ তাদের গ্রাম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। মুজাহিদগণ খ্রিস্টানদের পাঁচটি গ্রাম এবং তাদের মালিকানাধীন তিনটি খনি দখল করেছেন। এই হামলাগুলোর বেশিরভাগই ইতুরি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং পূর্ব কঙ্গোর পার্শ্ববর্তী বেনি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বিস্তারিত: মহান আল্লাহর তাওফীকে বৃহস্পতিবার (১০ মুহাররম) খিলাফাহর সৈনিকগণ বেনি অঞ্চলের "কামাঙ্গো" শহরের দিকে যাত্রাকারী বেশ কয়েকজন হারবি খ্রিস্টানের উপর মেশিনগান দিয়ে হামলা করেন। ফলে তারা পালিয়ে যায় এবং তাদের ফেলে যাওয়া চারটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

সড়কপথে এধরণের অতর্কিত হামলা গত কয়েক বছর ধরে খ্রিস্টানদের জন্য একটি নিরাপত্তা...

৪

সম্পাদকীয়

শিরকের সংসদ!

৩

উত্তর বুর্কিনা ফাসোতে মুজাহিদগণের সাথে সংঘর্ষে মুরতাদ "আল-কায়েদা" মিলিশিয়ার ৫০ এর অধিক সদস্য নিহত

একটি বিশেষ সূত্র নাবা-কে জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে উত্তর বুর্কিনা ফাসোর সাহেল অঞ্চলের তিনটি ভিন্ন স্থানে খিলাফাহর সৈনিকগণের সাথে ভয়াবহ সংঘর্ষে কয়েক ডজন আল-কায়েদা মিলিশিয়া নিহত হয়েছে। ময়দানের কিছু দিক বিবেচনায় এই ঘোষণা দিতে বিলম্ব হয়েছে।

মুজাহিদগণের ওপর অ্যাম্বুশ হামলা চালানোর চেষ্টার পরেই মিলিশিয়া দলটি এই ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে তাদের প্রায় ৪০ জন সদস্য প্রাণ হারায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের চক্রান্তকে তাদের দিকেই ঘুরিয়ে দেন। এটি কেবলই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ।

এক্সক্লুসিভ

বিস্তারিত: সূত্রটি নাবাকে জানিয়েছে যে, সোমবার (১ যুল হিজ্জাহ) খিলাফাহর সৈনিকগণ "ইয়াগা" অঞ্চলের "সেবা" শহরে আল-কায়েদার একটি সামরিক ঘাঁটিতে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান। সূত্রটি আরও জানায় যে...

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৫

উত্তর নাইজেরিয়ায় নিরাপত্তা অভিযানে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর চার গুপ্তচর ও সহযোগী নিহত

৬

আফগানিস্তানের নিকটবর্তী অঞ্চলে মুজাহিদগণের হামলায় এক মুরতাদ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা নিহত এবং তার অস্ত্র গনীমাহলব্ধ

৭

মাকোমিয়া শহরে এক আকস্মিক হামলায় মোজাম্বিকান ক্রুসেডার পুলিশের এক সদস্য নিহত

৭

সামরিক পরিসংখ্যান

দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের হামলার ফলাফল

এক সপ্তাহে (১০ থেকে ১৬ মুহাররম, ১৪৪৮ হি. পর্যন্ত)



উলায়াত ভিত্তিক হতাহতের সংখ্যা

৫১	উলায়াত সাহেল
৬	উলায়াত মধ্য আফ্রিকা
৫	উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা
১	উলায়াত খোরাসান
১	উলায়াত মোজাম্বিক

উলায়াত ভিত্তিক হামলার সংখ্যা

৭	উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা
৪	উলায়াত মধ্য আফ্রিকা
৩	উলায়াত সাহেল
১	উলায়াত খোরাসান
১	উলায়াত মোজাম্বিক



শিরকের সংসদ!

(তথাকথিত) ইসলামপন্থীরা বলে থাকে, আইন প্রণয়ন ও বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহরই, যা অন্য কারো প্রতি অর্পণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। তারা এ কথা কেবল মুখেই বলে, যখন তারা থাকে বিপ্লবের মাঠে, কিংবা বিরোধী দলের আসনে, অথবা রাজনৈতিক বয়ঃসন্ধিকালে! কিন্তু যখনই তারা রাজনীতির শেষ বয়সে উপনীত হয়, ক্ষমতার মসনদ লাভ করে এবং মন্ত্রিত্বের চেয়ার স্পর্শ করে, তখন আল্লাহর সাথে তারা সর্বপ্রথম যে বিষয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তা হলো এই শাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকার! তারা তখন সেই ক্ষমতা দিয়ে দেয় নিজেদের সাংসদ ও সংসদের হাতে। এই পথে 'জুলানি' যেমন প্রথম নয়, তেমনি সর্বশেষ ব্যক্তিও নয়।

এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম, যারা ক্ষমতায় আরোহণের পর 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব' (তাওহীদ আল-হাকিমিয়্যাহ)-এর মর্যাদা রক্ষা করেছেন এবং এই শাশ্বত দ্বীনকে সমুন্নত রেখেছেন। তারা ইবাদাতের মতো শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আল্লাহকে একক হিসেবে মেনে নিয়েছেন –মহান আল্লাহর এই বাণীর ওপর আমল করে:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"শাসনের অধিকার তো একমাত্র আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না ।" আমরা পাঠকের ওপরই—সে বন্ধু হোক কিংবা শত্রু—সেইসব মানুষের স্মৃতিচারণের ভার ছেড়ে দিচ্ছি, যারা সুখে-দুঃখে, সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধানের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তারা এই পথেই লড়াই করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন; শরীয়তের ওপরই তারা বেঁচে ছিলেন, শরীয়তের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এর ওপরেই তারা পুনরুত্থিত হবেন।

আজকাল, মুরতাদ সিরীয় সরকার এবং তার সমর্থকেরা "মাজলিসুশ শা'ব" (জনগণের সংসদ)-এর কোরাম পূর্ণ হওয়া এবং 'নতুন সিরিয়ার প্রথম সংসদ' গঠনের উৎসব পালন করছে। অথচ এই নতুন রূপটি এসেছে পূর্ববর্তী মুরতাদ সরকারের পতনের পর, যাদের ঠিক একই রকম সংসদ, একই রকম শাসনব্যবস্থা এবং একই রকম জনগণ ছিল!

এই সংসদের সদস্যপদ পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে স্বাধীন সিরিয়া লাভ করল "বিপ্লবের বিজয়ের পর প্রথম আইনপ্রণেতা প্রতিষ্ঠান" যার মূল দায়িত্বই হলো শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়া! দেখে মনে হচ্ছে, এ যেন ছিল শরীয়ত ও তার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেই এক বিপ্লব—যে শরীয়তকে তারা অকার্যকর করে দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং যার পুনরাগমন ঠেকাতে আমেরিকার সাথে জোট বেঁধেছে। অথচ, সংসদের বদলে হুবহু আরেকটি সংসদ প্রতিষ্ঠা করে তারা দেশকে টেনে নিয়ে গেছে ঠিক বিপ্লব-পূর্ববর্তী সেই অন্ধকার যুগে!

আর এই ঘোষণার পরপরই, সিরীয় তাগুতের সমর্থক সেইসব বিপ্লবী ও পথভ্রষ্ট জিহাদিরা তাদের এই প্রকাশ্য শিরক এবং আল্লাহর বিধান ছাড়া মানবরচিত বিধান মেনে নেওয়ার বিষয়টিকে জোড়াতালি দিতে নানাবিধ অজুহাত ও অজস্র কৈফিয়ত জড়ো করতে শুরু করেছে। অত্যন্ত অবচেতনভাবেই এরা এখন মুরতাদ ইখওয়ান (ব্রাদারহুড) সরকারের ভূমিকা ধারণ করেছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদেরই পুরনো বুলি ও রূপকথার পুনরাবৃত্তি শুরু করছে—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! শিরককে বৈধতা দেওয়া, তাগুতকে ইসলামীকরণ করা এবং গণতন্ত্রকে 'শূরা'র চাদরে ঢাকার এই অপচেষ্টা মূলত ইখওয়ানিদের সেইসব পুরনো কুসংস্কার ও সংশয়, যা যুক্তি খণ্ডনের মাধ্যমে বহু আগেই অসার প্রমাণিত হয়েছে এবং কালের বিবর্তনে জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। আজ সেই পথভ্রষ্টরা আবারও সেদিকেই ফিরে গেছে এবং খাঁটি তাওহীদের বিরোধিতা করার জন্য সেই পুরনো আবর্জনা থেকে ধুলোবালি পরিষ্কার করছে! এক্ষেত্রে অতীতেরই সেই উক্তি কতই না সত্য প্রমাণিত হলো: "অধিকাংশ দলেরই শেষ পরিণতি গিয়ে ঠেকে সেই 'ইখওয়ানের দিকে!" জাহেলিয়াতের এই অভিশপ্ত পথ থেকে কেবল তারাই মুক্ত থাকতে পেরেছে, যাদেরকে ইখওয়ান, পথভ্রষ্ট জিহাদি এবং তাগুতরা একযোগে 'খারেজি' বলে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে একমত হয়েছে! অতএব, বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করুন।

সিরিয়ার এই 'জনগণের সংসদ' পুরোনো হোক কিংবা নতুন, আর একে সিরীয় পার্লামেন্ট, আইনসভা বা মাজলিসে শূরা—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, মূলত এটি একটি কুফরি মজলিস। এখানে সাংসদদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করা হয়; তারা মানুষের জন্য আইন তৈরি করে, তা মেনে চলার নির্দেশ দেয়, তা অমান্য করতে নিষেধ করে এবং তাদের নিজস্ব জাহেলি সংবিধান ও আইনের আলোকে মানুষকে পুরস্কৃত বা দণ্ডিত করে—যার বৈধতার উৎস কুরআন ও সুন্নাহ নয়, বরং 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা'।

আর এই সংসদের আইন প্রণয়নকে মেনে নেওয়া এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা—ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মতো একটি 'কুফরে আকবর' বা বড় কুফরি। এর সপক্ষে এমন অসংখ্য অকাট্য মুতাওয়াতির দলিল রয়েছে যা এই পথভ্রষ্ট জিহাদিরা ঠিক আমাদের মতোই ভালো করে জানে এবং কোনো এককালে তাদের মজলিস-মুনাজারাতেও এসবের আলোচনা চলতো। বস্তুত আমল ও বাস্তবায়নের ময়দানেই মানুষের আসল অবস্থা প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"তবে কি তাদের এমন কিছু শরিক (উপাস্য) আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন কিছু বিধান জারি করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের মীমাংসা তো হয়েই যেত। নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।" আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

"আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তার ওপর তারা ঈমান এনেছে? অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়, যেখানে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে অস্বীকার করার জন্য। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করতে।"

এই প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেছেন: "আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারো জন্যই অন্য কারো ওপর ফয়সালা বা শাসন করার অধিকার নেই... একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ এর বিধান ছাড়া। আর যে ব্যক্তি এর বাইরে অন্য কিছু কামনা করবে, তার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর এই বাণী প্রযোজ্য হবে: 'তবে কি তারা জাহেলিয়াতের শাসন কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে?' এবং আল্লাহর এই বাণী: 'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।' সুতরাং মুসলিমদের ওপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য হলো—তাদের মধ্যকার সমস্ত সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া।' [আল ফাতাওয়া]

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) তাঁর বিখ্যাত ফাতাওয়ায় বলেছেন: "মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির তীব্র নিন্দা করছেন, যে আল্লাহর সুদৃঢ় বিধান—যা সমস্ত কল্যাণের আধার এবং সমস্ত মন্দের প্রতিরোধক—তা থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষের তৈরি এমন সব মতবাদ, খেয়ালখুশি ও প্রথা-প্রচলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যার সপক্ষে আল্লাহর শরীয়তের কোনো দলিল নেই। যেমনটি জাহেলি যুগের মানুষরা তাদের নিজস্ব মনগড়া মতবাদ ও খেয়ালখুশির ভিত্তিতে তৈরি নানাবিধ গোমরাহি ও অজ্ঞতার দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করত... তারা এগুলোকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুল ﷺ -এর সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দিত। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এমনটি করবে, সে মূলত কাফের; তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং ছোট কিংবা বড়—কোনো বিষয়েই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ফয়সালা বা শাসন মেনে নেওয়া যাবে না।"

আমরা নিজের দায়িত্ব আদায় করতে বারবার এবং বারবার শাইখ আবু হুজাইফাহ আল-আনসারী (আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন)—এর সেই নসিহতটি তুলে ধরছি, যা তিনি 'আল-ফুরকান' মিডিয়ার মাধ্যমে শামবাসীর প্রতি গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিকতা নিয়ে পেশ করেছিলেন। "নসিহত ও সদুপদেশের এই পর্যায়ে, আমরা শামের আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের সম্বোধন করছি: হে আমার জাতি! আপনারা যে বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই ত্যাগের মহিমাকে এই মরীচিকা সদৃশ 'জাতীয়তাবাদ' বা ডেমোক্রেসির হাওয়ায় ভাসিয়ে দেবেন না। আল্লাহর দেওয়া 'শরীয়াহ শাসন' ছাড়া অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে আপনাদের এই রক্তকে সস্তায় বিলিয়ে দেবেন না। হে আমার জাতি! আপনাদের রক্তকে আন্তর্জাতিক কোনো সেতু বানাবেন না, যার ওপর দিয়ে হেঁটে এসে নতুন কোনো তাগুত আপনাদের ঘাড়ে চড়ে বসে আবার সেই আসাদ আমলের অন্ধকার ফিরিয়ে আনবে। যদি তা হয়, তবে আপনাদের ক্ষতির পাল্লা ভারী হবে এবং আফসোস আর আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস কখনো শেষ হবে না। হে আমার জাতি! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 'বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। এটাই সরল ও সঠিক দ্বীন।' [সূরা ইউসুফ: ৪০], আপনারা যাঁর ইবাদত করেন, সেই আল্লাহই আপনাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর বিধান মেনে চলতে; সিরিয়ার সংবিধান (মানবরচিত আইন) মেনে চলতে নয়। তাই আপনারা রাসূলদের দাওয়াত অনুসরণ করুন, সামেরীর সেই (ভ্রান্ত) বাছুরকে নয়। কাজেই, ওহীর বিধানকে আঁকড়ে ধরুন! মুক্তির পথে এগিয়ে আসুন! হে আল্লাহ, আমি কি তোমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো।"

সারকথা হলো: তাওহীদ হলো বান্দার ওপর মহান আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার। আর এই তাওহীদ দুটি স্তম্ভ ছাড়া কখনোই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রথমত: ইবাদাতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মান্য করা। দ্বিতীয়ত: সার্বভৌমত্ব ও বিধান প্রণয়নে তাঁকে একক হিসেবে স্বীকার করা। কেননা মহান আল্লাহর বাণী: "বিধান দেওয়ার অধিকার তো কেবল আল্লাহরই; তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না।" অতএব, যে ব্যক্তি ইবাদাতের একমাত্র উপাস্য হিসেবে মেনে নেয় সে তাঁকে বিধানদাতা হিসেবেও মেনে নেয়। ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ –এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন। আর এর বাইরে অণু পরিমাণও তাওহীদের অস্তিত্ব নেই। فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ –অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে কুফরি করুক।

আর জিহাদের ময়দান প্রসঙ্গে, শামবাসীর উচিত মহান আল্লাহর সেই হুকুম ও বিধান প্রণয়নের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। কেননা, আসাদের উত্তরসূরিরা মহান আল্লাহর এই সার্বভৌম অধিকার নিয়ে তাঁর সাথে বিবাদ করছে এবং তা মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে! তাও আবার মানুষের মধ্যে যারা নিকৃষ্টতম ফাসেক, তাদের হাতে। অতএব, আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরুন, তা সমুন্নত করার জন্য লড়াই করুন এবং তার ছায়াতলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করুন। কেননা, শরীয়তের গম্বুজের নিচে মৃত্যু আর শিরকের গম্বুজের নিচে কিংবা পার্লামেন্টের নিচে মৃত্যুর মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান! والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون –আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

পূর্ব কঙ্গোতে ধারাবাহিক সিরিজ হামলায় ৬জন হারবি খ্রিস্টান নিহত, কয়েক ডজন বন্দী এবং শত শত বাস্তুচ্যুত

নাবা উলায়াত মধ্য আফ্রিকা

উলায়াত মধ্য আফ্রিকায় দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ হারবি খ্রিস্টান এবং তাদের ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রেখেছেন, যেই বাহিনী তাদের নাগরিকদের রক্ষা করতে অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে।

এই সপ্তাহে মুজাহিদগণের কয়েকটি হামলায় অন্তত ৬ জন হারবি খ্রিস্টান নিহত ও কয়েক ডজন বন্দী হয়েছে। এছাড়া কঙ্গোর সেনাবাহিনী তাদের ব্যারাক থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর শত শত মানুষ তাদের গ্রাম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
মুজাহিদগণ খ্রিস্টানদের পাঁচটি গ্রাম এবং তাদের মালিকানাধীন তিনটি খনি দখল করেছেন। এই হামলাগুলোর বেশিরভাগই ইতুরি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং পূর্ব কঙ্গোর পার্শ্ববর্তী বেনি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বেনিতে খ্রিস্টানদের উপর হামলা

বিস্তারিত: মহান আল্লাহর তাওফীকে বৃহস্পতিবার (১০ মুহাররম) খিলাফাহর সৈনিকগণ বেনি অঞ্চলের "কামাঙ্গো" শহরের দিকে যাত্রাকারী বেশ কয়েকজন হারবি খ্রিস্টানের উপর মেশিনগান দিয়ে হামলা করেন। ফলে তারা পালিয়ে যায় এবং তাদের ফেলে যাওয়া চারটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

সড়কপথে এধরণের অতর্কিত হামলা গত কয়েক বছর ধরে খ্রিস্টানদের জন্য একটি নিরাপত্তা সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কঙ্গোর বাহিনীগুলো এসব আক্রমণ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে, শনিবার (১২ মুহাররম) ইতুরি অঞ্চলের "বোমুজিকা" গ্রামের কাছে খিলাফাহর সৈনিকগণ কঙ্গোর সেনাবাহিনীর অনুগত মিলিশিয়াদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মেশিনগান ব্যবহৃত এই সংঘর্ষে এক মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয় ও বাকিরা পালিয়ে যায়। এবং তাদের কিছু জিনিসপত্র গনীমাহলব্ধ হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।
অন্যান্য আফ্রিকান সেনাবাহিনীর মতো, কঙ্গোর সেনাবাহিনীও তাদের অনুগত মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোর ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে । কঙ্গোলিজ সেনাবাহিনী খ্রিস্টান গ্রাম ও শহরগুলো নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়ে, মিলিশিয়াদেরকে সে প্রচেষ্টায় নিযুক্ত করেছে।



"বাংওয়ে" গ্রামে মুজাহিদগণের সদ্য নিয়ন্ত্রিত খ্রিস্টানদের একটি খনি

ইতুরিতে ৫ খ্রিস্টান নিহত

সোমবার (১৪ মুহাররম) ইতুরি অঞ্চলের বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান গ্রামে ধারাবাহিক হামলা চালানো হয়। ফলে বেশ কয়েকজন হারবি খ্রিস্টান নিহত, কয়েক ডজন বন্দী এবং শত শত বাস্তুচ্যুত হয়।

খিলাফাহর সৈনিকগণ "ওলুস্নো" এবং "ইতিস্বো" গ্রামের খ্রিস্টানদের ওপর বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেন। ফলে অন্তত ৫ খ্রিস্টান নিহত হয়, বাকিরা পালিয়ে যায় এবং তাদের কিছু সম্পত্তি গনীমাহ লাভ করা হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

ইতুরির দুই ব্যারাক থেকে কঙ্গোলিজ সেনাবাহিনীর পলায়ন

একই দিনে, মুজাহিদগন ইতুরি অঞ্চলের "বাংওয়ে" এবং "তিবি" গ্রামে কঙ্গোর ক্রুসেডার সেনাবাহিনীর দুটি ব্যারাকে মেশিনগান দিয়ে হামলা চালান। ফলে সেনাবাহিনী পালিয়ে যায় এবং মুজাহিদগণ দুটি রাইফেল, একটি রকেট লঞ্চার এবং বেশ কয়েকটি গোলাবারুদের বাক্স গনীমাহ লাভ করেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

মাম্বাসায় কয়েক ডজন বন্দী এবং শত শত বাস্তুচ্যুত

কঙ্গোলিজ সেনাবাহিনী পালিয়ে যাওয়ার পর, মুজাহিদগণ উল্লিখিত দুটি গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। এই আক্রমণের সময়, তারা কয়েক ডজন হারবি খ্রিস্টানকে বন্দী করেন এবং তাদের কিছু সম্পত্তি গনীমাহ লাভ করেন।

মুজাহিদিনদের গোলাগুলির শব্দ শোনা মাত্রই শত শত হারবি খ্রিস্টান এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ভিডিওতে দেখা গেছে, শত শত বাস্তুচ্যুত খ্রিস্টান নিরাপত্তার সন্ধানে এলাকা ছেড়ে পালানোর সময় একসাথে গাদাগাদি করে আছে।
পূর্ব কঙ্গোর হামলাকবলিত অধিকাংশ এলাকায় সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাস্তুচ্যুত খ্রিস্টানদের সংখ্যা কল্পনাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে, খ্রিস্টানদের 'বাস্তুচ্যুত শিবিরগুলো' কঙ্গো ও আফ্রিকার সংবাদপত্রগুলোর একটি প্রধান হেডলাইন হয়ে উঠেছে।

খ্রিস্টানদের ৫টি গ্রাম ও ৩টি খনির নিয়ন্ত্রণ

এই আক্রমণের পর, খিলাফাহর সৈনিকগণ পালিয়ে যাওয়া হারবি খ্রিস্টানদের পাঁচটি গ্রাম একই দিনে দখল করে নেন। মুজাহিদগণ "বাংওয়ে" গ্রামে খ্রিস্টানদের মালিকানাধীন তিনটি খনিও দখল করে নেন। আর আক্রমণের শুরু হয়েছিল এই খনি এলাকা থেকেই। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

মুজাহিদগণ ওলুস্নো, ইটিস্বো, বাংওয়ে এবং টিবে নামক যে গ্রামগুলিতে অভিযান চালিয়েছেন, সেগুলি মাম্বাসার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অক্ষের নিকটেই অবস্থিত। বিগত বছরগুলোতে কঙ্গো-উগান্ডা জোটের এই অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সম্প্রতি এখানে আক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত সপ্তাহ

গত সপ্তাহে, উলায়ত মধ্য আফ্রিকায় খিলাফাহর সৈনিকগণ তিনটি পৃথক হামলায় ১০ জন হারবি খ্রিস্টানকে হত্যা করেন এবং একজনকে বন্দী করেন। তাছাড়া তাদের একটি বাণিজ্যিক ট্রাকও পুড়িয়ে দিয়েছেন। হামলাগুলি সংঘটিত হয়েছিলো পূর্ব কঙ্গোর বেনি, ইতুরি এবং আপার উইলি অঞ্চলে।



বাংওয়ে এবং তিবির দুটি ঘাঁটি থেকে কঙ্গোর সেনাবাহিনী পালিয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদগণ কতৃক গনীমাহলব্ধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ

উত্তর বুর্কিনা ফাসোতে মুজাহিদগণের সাথে সংঘর্ষে মুরতাদ "আল-কায়েদা" মিলিশিয়ার ৫০ এর অধিক সদস্য নিহত

নাবা | উলায়াত সাহেল

একটি বিশেষ সূত্র নাবা-কে জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে উত্তর বুর্কিনা ফাসোর সাহেল অঞ্চলের তিনটি ভিন্ন স্থানে খিলাফাহর সৈনিকগণের সাথে ভয়াবহ সংঘর্ষে কয়েক ডজন আল-কায়েদা মিলিশিয়া নিহত হয়েছে। ময়দানের কিছু দিক বিবেচনায় এই ঘোষণা দিতে বিলম্ব হয়েছে।

মুজাহিদগণের ওপর অ্যাম্বুশ হামলা চালানোর চেষ্টার পরেই মিলিশিয়া দলটি এই ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে তাদের প্রায় ৪০ জন সদস্য প্রাণ হারায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের চক্রান্তকে তাদের দিকেই ঘুরিয়ে দেন। এটি কেবলই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ।

আল-কায়েদার সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় একজন নেতাসহ ৫ জন নিহত

এক্সক্লুসিভ

বিস্তারিত: সূত্রটি নাবাকে জানিয়েছে যে, সোমবার (১ যুল হিজ্জাহ) খিলাফাহর সৈনিকগণ "ইয়াগা" অঞ্চলের "সেবা" শহরে আল-কায়েদার একটি সামরিক ঘাঁটিতে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান।

সূত্রটি আরও জানায় যে, এই হামলায় একজন কমান্ডারসহ পাঁচজন নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। মুজাহিদগণ একটি রাইফেল, একটি ভারী মেশিনগান, একটি মাঝারি মেশিনগান এবং দুটি মোটরসাইকেল গনীমাহ লাভ করেন এবং নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

আল-কায়েদার ব্যর্থ হামলায় তাদেরই অন্তত ৪০ জন নিহত

এক্সক্লুসিভ

এদিকে একটি সূত্র নাবাকে জানিয়েছে যে, সোমবার (৮ যুল হিজ্জাহ) "সিনু" অঞ্চলের "ঘাসাল" গ্রামে আল-কায়েদার মিলিশিয়ারা মুজাহিদগণের উপর অতর্কিত হামলা চালানোর চেষ্টা করলে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সূত্রটি আরও জানায়, আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদগণ অতর্কিত হামলাটি ব্যর্থ করে দেন এবং পরবর্তীতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন, যেখানে তারা বিপুল সংখ্যক মিলিশিয়া সদস্যের মুখোমুখি হন।

সূত্রটি নিশ্চিত করেছে যে, এই তীব্র সংঘর্ষে অন্তত ৪০ জন মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়েছে এবং বাকিরা পালিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ৬টি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরও ১৬টি গনীমাহলব্ধ হয়েছে।

এছাড়াও, সংঘর্ষ চলাকালে মুজাহিদগণ ৩৯টি রাইফেল, ৩টি মাঝারি ও ভারী মেশিনগান এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদও গনীমাহ লাভ করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

"কোরোরি"তে হামলায় ৭ জন মিলিশিয়া সদস্য নিহত

তৃতীয় আরেকটি হামলা প্রসঙ্গে সূত্রটি জানায় যে, মঙ্গলবার (১৬ যুল হিজ্জাহ) খিলাফাহর সৈনিকগণ ইয়াগার "সেবা" অঞ্চলের "কোরোরি" গ্রামে আল-কায়েদা মিলিশিয়ার একটি অবস্থানে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে হামলা চালান।

এই হামলায় ৬জন সৈন্য নিহত হয় এবং ৯টি রাইফেল ও তিনটি মোটরসাইকেল গনীমাহ লাভ করা হয়। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।



"গাসিল" গ্রামে আল-কায়েদার ব্যর্থ হামলার পর মুজাহিদগণের গনীমাহলব্ধ অস্ত্রশস্ত্র

মিডিয়া অফিস এবং আমাক নিউজ এজেন্সি নাইজেরীয় সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নথিভুক্ত করেছে।

মিডিয়া সেক্টরে, উলায়াত সাহেলের মিডিয়া অফিস পশ্চিম নাইজারের" ইনাতস" এবং "বানি বাংগু" ঘাঁটিতে মুরতাদ নাইজেরিয়ান বাহিনীর ব্যারাকে ঘটে যাওয়া ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিয়ে একটি ফটো রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনটিতে নিহতদের লাশ, পুড়ে যাওয়া যানবাহন এবং মুজাহিদগণের গনীমাহলব্ধ সম্পদের ছবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুগ্রহ কেবল আল্লাহ তা'আলার।

"আমাক নিউজ এজেন্সি"ও এই হামলার কিছু ফলাফল নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওটিতে ইরাকের রাফেজীদের কারাগারে বন্দী থাকা মুজাহিদ ভাইদের প্রতি সাহেলের খিলাফাহর সৈনিকগণের পক্ষ থেকে একটি বার্তাও ছিল।

গত সপ্তাহে

উলায়াত সাহেলের খিলাফাহর সৈনিকগণ বড় আকারের ২টি সমন্বিত হামলার মাধ্যমে মহররম মাস শুরু করেছেন। হামলাগুলো ইনাতসের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এবং পশ্চিম তিলাবেরি অঞ্চলে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি শিবিরকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। যার ফলে শত্রু সেনাবাহিনী কমপক্ষে ৮০ জন সৈন্য, বিভিন্ন ধরনের ৬৫টি যানবাহন এবং কয়েক ডজন মেশিনগান হারিয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ বলেছেন:

আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপরে এমন সব ব্যক্তি আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম করে বসবে।

[সহিহ বুখারী]

উত্তর নাইজেরিয়ায় নিরাপত্তা অভিযানে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর চার গুপ্তচর ও সহযোগী নিহত

নাবা | উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকা

এই সপ্তাহে, উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকায় খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর অনুগত দুই মিলিশিয়া সদস্য এবং তাদের দুই গুপ্তচরকে হত্যা করেছেন। এছাড়া উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়ার বোর্নো অঞ্চলের হামলা ও নিরাপত্তা অভিযানের সময় মুজাহিদগণ নাইজেরিয়ান সরকারের একটি ভবন এবং এক গুপ্তচরের বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছেন।

মুরতাদ সরকারের একটি ভবনে অগ্নিসংযোগ

বিস্তারিত: মহান আল্লাহর তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ সোমবার (৭ মুহাররম) মেশিনগান ব্যবহার করে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর অনুগত মিলিশিয়া সদস্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ফলে তারা পালিয়ে যায় এবং তাদের একটি মোটরসাইকেল গনীমাহলব্ধ হয়।

এছাড়াও মুজাহিদিনরা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সরকারের একটি ভবন পুড়িয়ে দেন, এবং নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

এক মিলিশিয়া সদস্য ও দুই খ্রিষ্টান আটক

নিরাপত্তা ফ্রন্টে, বুধবার (৯ মুহাররম) খিলাফাহর সৈনিকগণ বোর্নো অঞ্চলের "বুরাতাই" শহরের সড়কে একটি আকস্মিক চেকপয়েন্ট স্থাপন করেন। এই অভিযান চলাকালে তারা দুইজন হারবি খ্রিস্টানকে আটক করেন এবং একই অভিযানে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর অনুগত এক মিলিশিয়া সদস্যকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

পরের দিন, বৃহস্পতিবার, খিলাফাহর সৈনিকগণ বোর্নো অঞ্চলের "দামবোয়া" শহরের কাছে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর অনুগত মিলিশিয়াদের সাথে মেশিনগান দিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ফলে মিলিশিয়ারা পালিয়ে যায় এবং তাদের মোটরসাইকেলগুলো গনীমাহলব্ধ হয়। অতঃপর মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।



"বুরাতাই" শহরের কাছে মুজাহিদগণের নিরাপত্তা চেকপোস্ট থেকে এক মিলিশিয়া সদস্যকে আটক করা হয়েছে

বোর্নোতে নিরাপত্তা অভিযানে সেনাবাহিনীর দুই গুপ্তচর নিহত

এদিকে, মঙ্গলবার (৮ মুহাররম) খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর এক গুপ্তচরকে হত্যা করেন। যাকে বোর্নো অঞ্চলের "ইয়াসু" গ্রামের কাছে একটি নিরাপত্তা অভিযানে আটক করা হয়েছিল।

পরের দিন, বুধবার, মুজাহিদগণ বোর্নো অঞ্চলের "দাদ ইঙ্গিল" গ্রামে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর আরেক গুপ্তচরের বাড়িতে অভিযান চালান। মুজাহিদগণ বন্দুকের গুলিতে তাকে হত্যা করেন এবং তার বাড়ি পুড়িয়ে দেন। অতঃপর নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

দুই মিলিশিয়া নিহত

অন্যদিকে, শনিবার (১২ মুহাররম) খিলাফাহর সৈনিকগণ মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর অনুগত এক মিলিশিয়া সদস্যকে হত্যা করেন। যাকে ইতিপূর্বে বোর্নো অঞ্চলের "বনি শেক" শহরের কাছে একটি নিরাপত্তা অভিযানে আটক করা হয়েছিলো।

একই দিনে, তারা আরেকজন মিলিশিয়া সদস্যকে হত্যা করেন, যাকে ইতিপূর্বে বোর্নো অঞ্চলের গুরু শহরের কাছে আটক করা হয়েছিলো। ওয়া লিল্লাহিল হামদ। নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর গুপ্তচর ও মিলিশিয়া নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো, যাতে তাদের ক্লান্ত বাহিনীর উপর থেকে অতিরিক্ত চাপ কমানো যায়, যেই বাহিনী মুজাহিদগণ ব্যারাকের কাছে পৌঁছালেই হুরহুর করে পালিয়ে যায়।

নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর পলায়নের ঘটনা কয়েক বছর ধরে চলছেই

এই প্রসঙ্গে, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে নাইজেরীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে— একশোরও বেশি সৈন্য মুজাহিদগণের সাথে সংঘর্ষ থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি। এটি ঘটেছিলো বরকতময় 'ঘাটি ধ্বংসের অভিযান'এর অংশ হিসেবে "মান্দারা গিরাও" ক্যাম্পে মুজাহিদগণের সাম্প্রতিক আক্রমণের সময়।

প্রতিবেদনগুলির বিষয়ে আমাদের একটি মিডিয়া সূত্র মন্তব্য করে বলেছে: "এটা নতুন কিছু নয়। নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনী নিজেদের অবস্থান ও ব্যারাক থেকে বছরের পর বছর ধরে পলায়ন করে আসছে। এক পর্যায়ে, হতাহতের সংখ্যা কমানোর জন্য এটি তাদের একটি সামরিক কৌশলে পরিণত হয়েছে।" সূত্রটি আরও বলেছে, "এ কারণেই মুজাহিদগণ যে বড় বড় ক্যাম্পগুলিতে হামলা চালান, সেখানে মাত্র এক বা দুজন সৈন্য নিহত হয়। তবে সেই ব্যারাক ও স্থাপনাগুলো মুজাহিদগণ পুড়িয়ে দেন এবং তাদের অস্ত্র ও সরঞ্জাম দখল করে নেন।"

সূত্রটি নাবা-কে দেওয়া তার মন্তব্যের শেষে বলেছে: "পলায়ন এবং সটকে যাওয়া নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ক্যামেরুন সেনাবাহিনীরও একটি "সাধারণ ঘটনা"। তাদের দৃষ্টিতে সংঘর্ষে জড়ানো একটি "ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ", যা বিমান সহায়তা ছাড়া খুব কমই ঘটে।"

গত সপ্তাহে

উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকায় খিলাফাহর সৈনিকগণ, গত সপ্তাহে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে হত্যা এবং আরও দুজনকে আহত করেছেন। উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়ার বোর্নো অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছয়টি পৃথক অভিযানে তারা মর্টার দিয়ে বাহিনীর একটি শিবিরে গোলাবর্ষণ করেন, তাদের একটি চেকপোস্ট ও মুরতাদ সরকারের দুটি সরবরাহকারী ট্রাক পুড়িয়ে দেন এবং তাদের হয়ে কাজ করা একজন মিলিশিয়া নেতা ও একজন গুপ্তচরকে হত্যা করেন।

উম্মাহর আলেমদের বক্তব্য থেকে

ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন:-

"আল্লাহর পথে লড়াইকারী মুজাহিদ তার তরবারি দিয়ে যাদেরকে রক্ষা করে, তারা যত নেক আমল করে, মুজাহিদ সেই সওয়াবের অংশীদার হয়—যদিও তার বাসস্থান হয় দূরের কোন দেশে। যেসব দেশ বা শহর বিজয় করতে মুজাহিদ যুদ্ধ বা অবরোধের মাধ্যমে সাহায্য করেছে, সেখানকার লোকেরা যেসব নেক আমল করবে, তারও সমান সওয়াব মুজাহিদ পাবে। আর তার কারণে বা তার প্রভাবে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সবার সমান সওয়াবও তার আমলনামায় লেখা হবে। কী বিশাল সৌভাগ্য! হয়তো তার অজান্তে, তার গাফলতির মুহূর্তে আমরা তার জন্য সিয়াম রাখছি, সালাত পড়ছি...। জেনে রাখুন, মুজাহিদগণ না থাকলে দ্বীন ধ্বংস হয়ে যেত। আর আমরা কাফিরদের অধীনস্থ হয়ে থাকতাম। সুতরাং কথাগুলো ভালোভাবে চিন্তা করুন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এসব সওয়াব তখনই পাওয়া যাবে, যখন নিয়ত খাঁটি হবে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে।"

[আল তালখিস লি-উজুহিত তাখলিস]

النبأ

আফগানিস্তানের নিকটবর্তী অঞ্চলে মুজাহিদগণের হামলায় এক মুরতাদ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা নিহত এবং তার অস্ত্র গনীমাহলব্ধ

নাবা | উলায়াত খোরাসান

এই সপ্তাহে, উলায়াত খোরাসানের খিলাফাহর সৈনিকগণ আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী "খাইবার পাখতুনখোয়া" প্রদেশের "বাজৌর" অঞ্চলে একটি সশস্ত্র হামলায় মুরতাদ পাকিস্তানি বাহিনীর এক কর্মকর্তাকে হত্যা করেছেন।

হত্যার পর অস্ত্র গনীমাহলব্ধ

বিস্তারিত: মহান আল্লাহর তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ বুধবার (১৬ মহররম) আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী বাজৌরের "মামুন্দ" এলাকার "দামা দোলা" গ্রামে মুরতাদ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি চালান, ফলে সে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। মুজাহিদগণ ওই কর্মকর্তার পিস্তল ও মোটরসাইকেল গনীমাহ লাভ করেন এবং নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী "বাজৌর" অঞ্চলটি খিলাফাহর সৈনিকগণের দ্বারা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্য, তাদের গুপ্তচর এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গুপ্তহত্যা অভিযানের একটি সক্রিয় ময়দানে পরিণত হয়েছে।



"মামুন্দ"-এ মুজাহিদগণের হাতে নিহত পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার পিস্তল ও মোটরসাইকেল

মাকোমিয়া শহরে এক আকস্মিক হামলায় মোজাম্বিকান ক্রুসেডার পুলিশের এক সদস্য নিহত

নাবা | উলায়াত মোজাম্বিক

এই সপ্তাহে, উলায়াত মোজাম্বিকে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ উত্তর-পূর্ব মোজাম্বিকের "কাবোদ এলগাদোর" অন্যতম জেলা "মাকোমিয়া"তে এক আকস্মিক হামলায় মোজাম্বিকান ক্রুসেডার পুলিশের এক সদস্যকে হত্যা করেছেন।

"মাকোমিয়া" শহরের অভ্যন্তরেই হত্যা করা হয়

বিস্তারিত: মহান আল্লাহর তাওফীকে খিলাফাহর সৈনিকগণ (মঙ্গলবার ৮ মুহাররম) "মাকোমিয়া" শহরের ভেতরে "নাঙ্গোলোলো" মহল্লায় পৌঁছাতে সক্ষম হন এবং মেশিনগান দিয়ে মোজাম্বিকান পুলিশের এক সদস্যকে হত্যা করেন। অতঃপর নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

এটি প্রথমবার নয়

মুজাহিদগণ "কাবোদএলগাদো" শহরাঞ্চলে পৌঁছার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগেও তারা ক্রুসেডার খ্রিস্টান অধ্যুষিত শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে অসংখ্য হামলা চালিয়েছেন এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর শহরাঞ্চলগুলিতেও দাওয়াতি সফরের আয়োজন করেছেন।

গত সপ্তাহে

উলায়াত মোজাম্বিকে খিলাফাহর সৈনিকগণ গত সপ্তাহে মোজাম্বিকান ক্রুসেডার বাহিনীর অন্তত ৫ জন সদস্যকে হত্যা ও কয়েকজনকে আহত করেছেন এবং তাদের একটি ক্যাম্প পুড়িয়ে দিয়েছেন। মোজাম্বিকের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাবোদ এলগাদোর "মাকোমিয়া"তে একটি বিশেষ হামলায় এসব ঘটেছে।

মূল্যবান উদ্ধৃতি

শাইখ আল-মুজাহিদ আবু হুযাইফা আল-আনসারী -এর বক্তব্য থেকে সংগৃহীত

-হাফিজাহুল্লাহ-

৭০

গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক, তবুও আমাদের আক্বিদা ঠিক থাকুক

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি —মানহাজগত বিচ্যুতি ছোট আকারে শুরু হয়ে দিন দিন বড় আকার ধারণ করে। এজন্য আমরা সব ধরনের মানহাজগত বিচ্যুতিকে শুরুতেই খতম করে দিয়েছি –হোক (غلو) বাড়াবাড়ির দিক থেকে কিংবা (إرجاء) শিথিলতার দিক থেকে। এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি যে, আক্বিদাকে সুরক্ষিত রাখার সমতুল্য কিছু নেই। কাজেই, গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক, তবুও আমাদের আক্বিদা ঠিক থাকুক। আমরা এই অটুট আক্বিদা নিয়ে আমাদের মনিব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে মিলিত হতে চাই। সেদিন এই আক্বিদা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে —যেদিন পাপের রাশি হালকা হয়ে উড়ে যাবে, এই যমিন ভিন্ন রূপ ধারণ করবে, আসমানসমূহও পাল্টে যাবে।



নির্বাচিত উদ্ধৃতি

শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী

২

তাক্বব্বালাহুল্লাহ

আল্লাহর শরীয়াহ বাস্তবায়ন, তাঁর কাছে বিচার-ফায়সালার সিদ্ধান্ত সমর্পণ আর হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত কখনোই আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে না এবং এই উদ্দেশ্যটিও বাস্তবায়ন হবে না যার জন্য তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর শক্তি ও শাসনক্ষমতা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি অবশ্যই আমার রাসুলদের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সঙ্গে কিতাব ও ন্যায়দণ্ড (মিযান) নাযিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; আর এর মাধ্যমে আল্লাহ যেন জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসুলদের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।" অতএব, এটিই হলো দ্বীনের মূল শক্তি: হিদায়েতের কিতাব ও বিজয়ের তরবারি।

মুসলিমদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে, কিতাল তাদের প্রত্যেকের ওপর ফরজ। আর জিহাদ হলো সর্বোত্তম আমল এবং ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। এর মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা। আর তা পরিত্যাগ করার মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের লাঞ্ছনা, ক্ষতি, পতন ও আজাব। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের সাহায্য করবেনই। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই এবং এই উদ্দেশ্যেই দাওলাতুল ইসলামের সৈন্যরা লড়াই করে। তারা লড়াই করে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নৈকট্য লাভের আশায়। আর তাঁরা কিছুতেই কিতাল ত্যাগ করবে না, এমনকি তাঁদের একজনমাত্র সৈনিক বেঁচে থাকলেও।

দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরি শক্তি, তাদের রাষ্ট্র ও দলগুলোর এভাবে এক জোট হওয়া দেখে আপনারা অবাক হবেন না। কারণ সব যুগেই তায়েফা মানসুরার অবস্থা এমনই ছিল। কুফরি শক্তির এই জোটবদ্ধতা চলতেই থাকবে এবং ফিতনা ও পরীক্ষা আরও তীব্র হবে, যতক্ষণ না দুটি শিবির পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়—এই শিবিরে থাকবে না কোন মুনাফিক; ওই শিবিরে থাকবে না কোনো মুমিন। অতঃপর আপনারা এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন যে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর মুমিন বান্দাদের সাহায্য করবেন। কুফরি জাতিগুলো এই দলের ওপর যত বেশি চড়াও হবে, আল্লাহর সাহায্যের প্রতি এর বিশ্বাস তত বেশি দৃঢ় হবে এবং এটি যে সঠিক পথে আছে, সেই নিশ্চয়তা বাড়বে। আর পরীক্ষা যত কঠিন হবে, এই দল থেকে ভণ্ড ও মুনাফিকরা তত বেশি ঝরে পড়বে; ফলে এর সারি তত বেশি বিশুদ্ধ, শক্তিশালী ও অবিচল হবে।

দাওলাতুল ইসলামের ভেতরে ও বাইরে থাকা প্রত্যেক মুওয়াহহিদ মুজাহিদের জানা উচিত যে, আমরা এই বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চিত—মসুল, সিরত, রাক্কা, রামাদি ও হামায় অবিচল ও ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা যে রক্ত ও মরদেহের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তা পুরো ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেবেন। এর মাধ্যমে উম্মাহর ওপর চেপে বসা প্রত্যেক তাগুত শাসক ধ্বংস হবে এবং সেইসব সীমানা ভেঙে যাবে যা দীর্ঘকাল ধরে মুসলিমদের বিভক্ত করে রেখেছে। তলোয়ারের আঘাত এবং প্রতিটি ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আমরা আমাদের দ্বীনের মাধ্যমে আবারও সম্মানিত ও মর্যাদাবান হতে পারব না। আমরা যদি আমাদের রবের কিতাব ও আমাদের এর সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরি, তবে এটিই আমাদের দ্বীন ও-ﷺ নবী দুনিয়াতে সফলতার পথ।

আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ম ও হিকমত হলো—মুমিন ও মুজাহিদদের সারিতে এমন কিছু মানুষ ও মুনাফিক মিশে থাকবে যারা আসলে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সারিকে এমন ভণ্ড ও মুনাফিকদের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না, যারা ইসলামের লেবাস পরে এবং ঈমানের দাবি করে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। তাই তিনি মানুষের মধ্যে ফিতনা, পরীক্ষা ও বিপদের নীতি চালু রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আল্লাহ এমন নন যে তিনি মুমিনদের (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছ। যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন পবিত্র থেকে অপবিত্রকে।" তিনি আরও বলেন: "আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মিথ্যাবাদী।" অতএব, এই সারিকে অবশ্যই আগুনে গলাতে হবে যাতে ভেতরের ময়লাগুলো বেরিয়ে যায়। কঠিন চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে দুর্বল ইটগুলো ঝরে পড়ে। আর এতে আলো প্রক্ষেপণ করতে হবে যাতে গুপ্ত বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়ে যায়।